ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

Since : 1780

এ্যাসাইনমেন্ট

এ্যাসাইনমেন্টের বিষয়/শিরোনামঃ বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সমস্যা চিহ্নিতকরণ

পরীক্ষার নাম	: কামিল (এম.এ) ১ম পর্ব পরীক্ষা-২০১৯
বিভাগ	: হাদীস
বিষয়	: আত তারিখুল ইসলামি ওয়া তারিখুল ইলমুল হাদিস
বিষয় কোড	: ৫০৪
পত্র	: ৪র্থ

পরীক্ষার্থীর নাম :	কোর্স শিক্ষকের নাম :
পিতার নাম :	জনাব ড. মোঃ মাসুদ রানা খান
শ্রেণি রোল :	পদবী : সহকারী অধ্যাপক
রেজিস্ট্রেশন নং :	বিভাগ : ইসলামের ইতিহাস
শিক্ষাবর্ষ :	সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
মোবাইল নং :	

জমা দেওয়ার তারিখ : / /২০২০

নৈতিক শোষন, রাজনৈতিক নিষ্পিষন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীর শিকার। এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে শিক্ষা প্রযুক্তির উন্নয়ন এর পাশাপাশি আধুনিক জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সুযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। মহান আল্লাহর ভাষায় — আর যদি তোমাদের মানুষ দৃঢ় ঈমান পোষন করে, এবং আমলে সালেহ করে তাহলে আমি অবশ্যই পৃথিবীর নেতৃত্ব প্রদান করবো।

তামাম শোধ

তারাই এরূপ করে, যেমন আল্লাহ
তায়ালা বলেন- তারা মুতাশাবিহ
আয়াত গুলির অনুসরণ করে
ফেতনা বিস্তার ও অপব্যাখ্যার
উদ্দেশ্যে। চরম পন্থার লোকেরা
সাধারণত মোতাশাবিহ দলিল
এর অনুসরণ করে, তারা এসব
দলীল দ্বারা নিজেদের হীন
উদ্দেশ্য সফল করতে সচেষ্ট
হয়। ফলে বিভিন্ন ভ্রান্তি দলের
মূল্যায়নে তাদের সাথে সম্পর্ক
স্থাপনে কোরআন, হাদীস থেকে
যাতে অনুধাবন করতে না পারায়
তারা বিপদগামী হয়ে গেছে।

উপসংহার:- মুসলিম বিশ্বের
প্রতিটি দেশ আজ অর্থ-

সাথে আলোচনা করে যখন তাদের কাছে দলীল সমূহের সঠিক অনুধাবন উপস্থাপন করলেন— আবার তখন তাদের মধ্যে যারা ফিরে আসার তারা ফিরে এসেছিলো।

১০. মুহ্কাম দলীল বর্জন করে দ্ব্যর্থ বোধক দলীল এর অনুসরন:- ইসলামী বিশ্বের তথা মুসলমান দের সমস্যার আরেকটি কারন হচ্ছে— মুহ্কাম দলীল বর্জন করে মুতাশাবিহ বা দ্ব্যর্থবোধক দলীল এর অনুসরন করা। বিজ্ঞ ও পান্ডিত ব্যক্তি এরূপ করেন না। যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান

আরেকটি অন্যতম কারন হচ্ছে-
শরীয়তের বিধিবিধানসমূহ ভুল
বা বিকৃত ভাবে অনুধাবন করা।
ইসলাম অনুধাবনের ক্ষেত্রে
অস্পষ্টতা, ইসলামী শরীয়ত
ও রিসালাতের মূল উদ্দেশ্য
অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকার
কারনে শরীয়তের অনেক
বিধান সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিতে
পতিত হয়। খারেজীরা শরীয়তের
দলীলসমূহকে ভ্রান্ত ভাবে বুঝত।
যা ছিলো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)
এর সম্পূর্ন অনুধাবনের পরি-
পন্থি। এ কারনে হযরত আব্দুল্লাহ
ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের

সন্তুষ্টি লাভের দৃঢ় বিশ্বাস পোষন করে। এ মর্মে হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন- তাদের অজ্ঞতা ও বিদ্যা-বুদ্ধি স্বল্পতার কারনে তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের এ কাজে আসমান জমীনের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু তারা জানে না যে এটা কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে অধিক ধ্বংসাত্মক। এটা মারাত্মক ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। বহিস্কৃত ও বিতাড়িত ইবলিস এ কাজে তাদেরকে অনুপ্রানিত করে।

৯. শরীয়ত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা:-

ইসলামী বিশ্বে সমস্যার

যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। যখন মানুষ মূর্খদেরকে নেতা বানাবে। তারা তাদের কাছে দ্বীনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা না জেনে ফতোয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হবে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করবে। মূলত অহংকারযুক্ত অল্প-বিদ্যা পূর্ণ অজ্ঞতার চেয়ে অত্যধিক বিপজ্জনক। ও ক্ষতিকর। কারণ অল্প বিদ্যার অধিকারী কস্মিনকালেও তার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে না। শুধু তাই নয়, তারা তাদের কর্ম কান্ডের মাধ্যমে আল্লাহর

উদ্দেশ্য ও চেতনা অনুধাবনে অপারগতা চরম পন্থার জন্ম দেয়। এ ভাবে শরীয়তের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য না বুঝে ইচ্ছেমত অভি-মত গ্রহন করে। এব্যাপারে হাদীসে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে- 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের নিকট থেকে ইলম কে ছিনিয়ে নেবেন না; বরং তিনি উলামায়ে কেরামকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে জ্ঞান কে উঠিয়ে নেবেন। ফলে এমন সময় আসবে

অর্থ হলো জনগনের সরকার।
এ কথা আমাদেরকে বুঝতে হবে
যে আমরা যখন গনতন্ত্রের
কথা বলি, তখন আমরা
আল্লাহর সর্বভৌমত্বের অধীনে
গনতন্ত্র বুঝি। সেটিকে ইসলামের
গনতন্ত্রই বুঝি এবং পাশ্চাত্যের
গনতন্ত্র বুঝি না।

৮. দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানের অভাব :-
গোড়ামি ও চরমপন্থার অন্যতম
মৌলিক কারন হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কে
যথার্থ ও মৌলিক ইসলামের জ্ঞান
এর অভাব। দ্বীনি ইলমের স্বল্পতা,
দ্বীনের বিধি-বিধানের রহস্য
উদঘাটনে ব্যর্থতা এবং তার

বিশ্বে বলবৎ আছে। এটি পশ্চাত্যের কাছে মুসলমানদের খারাপ ইমেজই তুলে ধরে। মুসলিম বিশ্বে গনতন্ত্র নিয়ে যে বিতর্ক তা দূর করতে হবে। আমরা জানি ইসলামে প্রকৃত পক্ষে কোন রাজতন্ত্র নেই বিশ্বের প্রায় সকল ইসলামি দল গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। তারা নির্বাচনকে ক্ষমতা পরিবর্তনের বৈধ পথ বলে মনে করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী দলগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। আধুনিক গনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনেকটা ইসলামী খেলাফতের পদ্ধতির মতো। আর খেলাফতের

অনুবাদ বেরিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই যারা অনুবাদ পরেন তাদের মনে বিভিন্ন বিষয়ে সংখ্যার ক্ষেত্রে নানান প্রশ্ন জাগছে। তাতে তারা নিজেরাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। অথচ সমস্যা হচ্ছে, ব্যাখ্যা করার যে মূলনীতি ও বিধান সেসব তারা জানে না। এ জন্য দরকার ফিকহ, উসুলুল ফিকহ সম্পর্কে জানা। এইজন্য উসুলুল ফিকহ এর সহজ বোধ্য বই প্রকাশ করতে হবে।

৭. গনতন্ত্রের অভাব:- মুসলিম বিশ্বের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে গনতন্ত্রের অভাব। স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ও সামরিক শাসন এখনো মুসলিম

নারী সমস্যা, ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ড. জামাল বাদাবী, আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ, ড. হাসান তুরাবীর মত বড় বড় আলেমগন নারীদের ব্যাপারে বলেছেন, নারীকে মর্যাদা না দিলে ইসলামের অগ্রগতি সাধিত হবে না। কেননা নারী হচ্ছে অর্ধেক জনশক্তি। তাই অর্ধেক কে পিছনে রেখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তারা ইসলামের দৃষ্টিতে তাদেরকে স্বীয় অধিকার প্রদানের কথা বলেছেন।

৬। অপব্যাখ্যার সমস্যা:- মুসলিম বিশ্বের সামনে আরেকটি সমস্যা হলো অপব্যাখ্যার সমস্যা। এখন কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য

অতীতকালে আমাদের মধ্যে খারেজী
দের উদ্ভব হয়েছিলো। তারা ধর্মীয়
ক্ষেত্রে ব্যপক চরম পন্থি ছিলো।
এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চরম
পন্থি ছিলো। আজকেও আমরা
জানি কতিপয় চরম পন্থি লোকের
প্রকাশ রয়েছে। তারা রাজনীতি
ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরম পন্থা
অবলম্বন করে। মুসলমানদের কে
এধরনের চরমপন্থা থেকে রক্ষা
করতে হবে। মুসলিম উম্মতের
জন্য কল্যান হচ্ছে চরমপন্থা
পরিহার করা।

৫. মুসলিম নারীর দুর্দশাজনীত সমস্যা:-
বর্তমান মুসলিম বিশ্বের মূল
সমস্যাবলির অন্যতম প্রধান হলো

পরিবর্তন আনতে হবে উপরের দিকে। তাহলে সেখান থেকে একই সঙ্গে আলেম তৈরী হবে এবং সমাজের প্রয়োজন ও পূরন হবে। এসব যদি আমরা সমন্বয় করতে পারি তাহলে পরবর্তি সময় কওমী মাদরাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার ব্যপক সুফল পাওয়া যাবে। ভবিষ্যতে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একরকম করতে এটি একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ হবে।

৪ চরমপন্থার সমস্যা:- মুসলিম বিশ্বের পরবর্তি সমস্যা হলো চরম পন্থার সমস্যা। কেননা চরমপন্থা ইসলামের পথ নয়। ইসলাম মধ্যম পন্থায় বিশ্বাসী।

পারে না, অথচ এগুলো আধুনিক বিশ্বে অপরিহার্য বিষয়।

গ. কওমী মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা। কওমী মাদ্রাসা বর্তমানে দাওরা হাদীসের উপর একটি ডিগ্রি দেয়। সেখানে ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, বালাগাত ও মানতিক সহ আরবী ভাষায় সকল বিষয়ের শিক্ষাদান করা হয়। আমরা এখানে আরো দু'টি দাওরা ডিগ্রি তথা দাওরায়ে উসুল ইকতেসাদ, তথা অর্থনীতি ও দাওরায়ে তিজারাত তথা ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ের প্রত্যাশা করতে পারি। নিচের দিকে এ দুটি ডিগ্রির ক্ষেত্রেও পাঠ্যতালিকা ঠিক থাকবে।

এভাবে সময়ের চাহিদা অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই এগুলো কে মডেল বলে গন্য করা যায়।

খ: মাদরাসায় ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও অর্থনীতিকে মূল বিষয় হিসেবে পাঠদান করা:- মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ন করার জন্য প্রয়োজন হলো তা দেশের জন্য, ইসলামের জন্য, প্রশাসনের জন্য, অর্থনীতির জন্য অর্থবহ করে তোলা। বর্তমানে মাদ্রাসা গুলো থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক এমন লোক তৈরী হচ্ছে না যারা দেশের অর্থনীতি চলাতে পারে, কারন তাদের অধিকাংশই বিজনেস ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ইকোনোমিক্স, পড়েনা। তারা পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন

আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামাবাদ পাকিস্তান, বাংলাদেশ
ইসলামি বিশ্ববিদ্যায় সহ আধুনিক
বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে যে সংস্কার
পদ্ধতি অনুসরন করা হচ্ছে তা
খতিয়ে দেখতে হবে। সেখানে আধু-
নিক বিষয় গুলো শিক্ষা দেয়ার
পাশাপাশি তাদেরকে কতগুলি ইসলামী
বিষয়ের উপর কোর্স করতে হয়। এর
মধ্যে আছে কুরআন, হাদীস,
ইসলামীক মানতিক, ফিকহ, আরবী
ভাষা, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামি
রাজনীতি সহ আরো বেশকিছু
কোর্স, ফলে ছাত্রদের কে সেখানে
মূল বিষয়ের সাথে সাথে ইসলামের
প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে।

সমস্যা মুসলিম বিশ্বের অন্য একটি প্রকট সমস্যা। মুসলিম বিশ্বকে ইসলামের আলোকে উন্নত ও যুগোপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কেননা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেনা। এজন্য তা সংস্কার করতে হবে। ওলামায়ে কেরামকে একাধারে ইসলামের কথা, দিনের কথা চিন্তা করে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রনয়ন কাজে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্যা উত্তরণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অনুসরণ করা যেতে পারে। —

ক. বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণঃ— মালয়েশিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,

বিশ্বে অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা দূর করা একটি কঠিন কাজ। তথাপি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের দারিদ্র বিমোচন একান্ত অপরিহার্য। দারিদ্র বিমোচনে ইসলামের কৌশল সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শাহ আবদুল হান্নান বলেছেন- মুসলিম বিশ্বের দারিদ্রকে দূর করতে হলে একদিকে যেমন যাকাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ওয়াকফকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। তেমনিভাবে মুসলিম দেশের দুর্নীতি, বার বার বেড়েই চলছে, সেই সাথে রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সহ সব কিছুই ব্যবহার করতে এসবের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৩. শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্যা:- শিক্ষাব্যবস্থার

১. জাহেলী মতবাদের প্রভাব:— ইসলামের শুরুর দিকে দীর্ঘ দুই তিনশত বছর ধরে কিছু দার্শনিক সমস্যা দেখা দিয়েছিলো, যেগুলো নিয়ে মুসলিম চিন্তাবিদগনের সাথে আশারিয়া চিন্তা-বিদগনের বা অন্যদের একক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সত্যিকার অর্থে সে সমস্যা এখন আর নেই। গত একশত বছর ধরে মুসলিম বিশ্বের সামনে সমস্যা হিসেবে এসেছে = পুঁজিবাদ। খ্রিষ্টবাদ, ইহুদীবাদসহ ডারউইন বাদ ও ক্রুসেড বাদের মতো ইসলাম বিরোধী মতবাদ গুলো, পাশ্চাত্যের এসব জাহেলী মতবাদ মুসলিম বিশ্বের অনেক মুসলিম কে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করেছে।

২. দারিদ্র সমস্যা :— দারিদ্র হচ্ছে মুসলিম

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সমস্যা চিহ্নিতকরণ

উপস্থাপনা:- মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে ইতিহাসে এক ঘটিলতম সময় অতিক্রম করছে। আজকের মুসলিম বিশ্ব বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখিন। মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে অশান্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সমস্যা আর সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। নিচে প্রশ্নালোকে মুসলিম বিশ্বের মূল সমস্যা সমূহ আলোচিত হলো।

* মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের মূল সমস্যা সমূহ:-

বর্তমান সময়ে সময়ে মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের সমস্যা অনেক তন্মধ্যে প্রধান প্রধান সমস্যা সমূহ নিম্নরূপ:-